সঞ্চয়

চিঠি পাঠান **সঞ্চয়**
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল অ্যাড্রেস লিখবেন।
sanchay@sangbadpratidin.in

সতর্কীকরণ

লগ্নির যাবতীয় সিদ্ধান্ত একমাত্র বিনিয়োগকারীর নিজের, দায়িত্বও তাঁর। ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর এতে কোনও ভূমিকা নেই। লগ্নি-জনিত ফলাফল বিনিয়োগকারীর সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তাই বাজারের ঝুঁকির ব্যাপারে সব জেনে নিয়েই পদক্ষেপ করবেন।

আজকের অতিথি

শুরু হয়েছে আমাদের নতুন ফিচার। প্রতি সপ্তাহে একজন অতিথি কলমনিস্ট কোনও একটি বিশেষ ইস্যু নিয়ে লিখবেন। এবারের প্রসঙ্গ **শপ ইনসিওরেন্স**

দোকান আছে? বিমা করিয়েছেন তো?

দোকান ঘর থাকলে তারও যে বিমা করা যায়, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু কীভাবে, তা জানা নেই। বিভিন্ন সময় নানা ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় দোকান-মালিকদের। ভাঙচুর হওয়া বা আগুন লাগা তো হামেশাই হয়ে থাকে। কোন কোন তথ্য একেবারে না জানলেই নয়, সংকলন করলেন অনিমেষ সেন

লাইফ এবং হেলথ নিয়ে তো আমি আপনাদের জন্য আগে লিখেছি। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা কমার্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট পরিচালনা করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আজ আমার এক লেখা একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে, যার নাম ‘শপ ইনসিওরেন্স’। আজকের দিনে যে দোকানপাট ইত্যাদির গুরুত্ব অসীম, তা দু’বার বলতে হয় না। আর সেই সুবাদে ‘শপ ইনসিওরেন্স’-এর সঙ্গে পরিচয় থাকাও উচিত বলে আমি মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এই নিয়ে অনেক নতুন গ্রাহক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, বিমার প্রকল্পে শামিল হয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রেখেছেন। নানা ধরনের পলিসিও পাওয়া যাচ্ছে কারণ বিমা সংস্থাগুলি নিজেদের পরিকল্পনার মধ্যে শপ ইনসিওরেন্সকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বুঝতেই পারছেন, ‘শপ ওনার’ অথবা দোকানঘরের মালিকদের সুবিধার্থে এই বিমার সৃষ্টি, যাতে তাঁরা সুরক্ষিত থাকেন, যাতে নিজেদের এবং তাঁদের কর্মচারীদের স্বার্থে কোনও আঘাত না আসে। এ যুগে (যদি বিভিন্ন ঘটনার কথা স্মরণ করেন) আগুন

এবং ভাঙচুর (অর্থাৎ Vandalism বলে যাকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করি আমরা) ইত্যাদি তো হয়েই চলেছে। যে কোনও দোকানঘরের মালিক এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। খুব সাবধানী মানুষও এই সমস্ত কারণে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা। অনেক সময় অসহায় হয়ে দূরে থাকতে হয়েছে সেই রকম সাবধানী মালিকদেরও। তাহলে, সামান্য খতিয়ে দেখলেই বুঝবেন, কেন ‘শপ ইনসিওরেন্স’ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এক বিমা প্রকল্পে।
—এই প্রসঙ্গে দু’টি জরুরি বিষয় জানিয়ে রাখি।

- ‘আনফোরসিন সারকামস্ট্যানসেস’ অর্থাৎ অবাঞ্ছিত কোনও পরিস্থিতি বা বিপদ, হঠাৎ করে চলে এলে সম্ভাব্য সুরক্ষা।
- স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ বিঘ্নিত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সুরক্ষা।

আশা করি, এই দু’টি বিষয়ের ব্যাখ্যা আরও প্রাঞ্জলভাবে করতে হবে না। তবে এগুলির ভিত্তিতে যা অবশ্যই বলা দরকার, তা হল ‘কভারেজ’ নিয়ে বিশদ আলোচনা। স্থানাভাবে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি, অবশ্যই নজর রাখুন।

- আগুন এবং সংশ্লিষ্ট বিপদ—শপ এবং তার মধ্যে অবস্থিত জিনিসপত্র।
- ‘ইনবিল্ট কভার’—ভূমিকম্প এবং সন্ত্রাস, এই দুইয়ের ক্ষেত্রে শর্তাধীনভাবে প্রযোজ্য।
- ডাকাতির মতো ঘটনা।

যদি আরও জানতে চান, তাহলে বিভিন্ন বিমা সংস্থার প্রকল্প নিয়ে পড়াশোনা করে নিতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, মনে রাখতে হবে যে, শপ বা অনুরূপ সংস্থার মধ্যে বহু ধরনের জিনিসপত্র থাকতে পারে। সাধারণত তাই-ই দেখতে পাই আমরা। যেগুলি সুরক্ষিত না হলেই নয়, সেই তালিকায় পাবেন কাচের দরজা-জানলা বা পার্টিশন, নিওন সাইন, গ্লো সাইন, পার্সোনাল কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি। এছাড়াও থাকতে পারে আনুসঙ্গিক অনেক কিছু। কর্মচারীদের নিজস্ব জিনিসপত্রের কথাও বলে রাখা উচিত এই প্রসঙ্গে।

এই যে শপের কথা বলছি, মানে বিল্ডিং এবং কনটেন্টস-এর অর্থে, তার আওতায় নানা শ্রেণীর সামগ্রী বা কাঠামো আসতে পারে। আসবাবপত্র, ফিটিংস, স্টক-ইন-ট্রেড ইত্যাদির কথাও ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, শুধু ভাঙচুর কেন! আগুনও এক বিরাট বড় বিপদের কারণ হতে পারে। প্রপার্টি অথবা স্টকের ক্ষতি হলে গ্রাহকের প্রবল অসুবিধা হয়। আর টাকা পয়সাও শর্তাধীনভাবে কভারেজের মধ্যে আসতে পারে। মানি-ইন-ট্রানসিট (যেমন ধরুন, দোকান থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার ব্যবস্থা) এবং মানি-ইন-সেফ, এই দুই দরকারি বিষয়ও এখানে উল্লেখ্য।

আরও একটি ব্যাপারে দোকানঘরের মালিক এবং কর্মচারীরা সতর্ক থাকেন। নানা শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে কমার্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্টে। সেগুলির খারাপ হয়ে যাওয়া খুব দুর্ভাগ্যজনক। ব্রেকডাউন হলে পরিষেবা দিতে অসুবিধা হবেই, আর সেই প্রসঙ্গেও বিমা খুব জরুরি।

পরিশেষে বলি, কোন শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে বিমার ক্ষেত্রে আর কোনগুলি নয়, তা স্পষ্টভাবে জেনে নিন। বিমার প্রকল্পের খুঁটিনাটি বুঝে নিয়ে এগিয়ে গেলে মালিকেরই সুবিধা। গ্রাহক হিসাবে তাঁর কী করণীয়, তা গোড়াতেই জেনে নিলে পরে অসুবিধা এড়িয়ে যেতে পারবেন। এছাড়াও আমি বিশেষভাবে গ্রাহকদের অনুরোধ করব, পার্সোন্যাল অ্যাক্সিডেন্ট এবং পাবলিক লায়াবিলিটি—এই দুই দরকারি বিষয় নিয়ে বিমা সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

লেখক বিমা বিশেষজ্ঞ
onimeshsen@gmail.com

বাছাই করে এগোনোই আইপিও-লগ্নির মূল মন্ত্র

আইপিও = ইনিশিয়াল পাবলিক অফার

চলতি বছরে নতুন টাকা তোলার যে প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে, তা এই শতকের সর্বোচ্চ। যে কোনও কর্পোরেট সংস্থা বাজারে প্রবেশ করে আইপিও-র মাধ্যমে। আরও স্পষ্ট করে বললে আইপিও-র মাধ্যমে ইক্যুইটি ইনভেস্টরদের কাছ থেকে টাকা তুলে। অনেক ধরনের সেক্টর থেকে আইপিও আসছে আজ। তবে লগ্নিতে উৎসুক হলে বেছে পা ফেলাই শ্রেয়। বিস্তারিত নীলাঞ্জন দে-র কলমে

আইপিও, অর্থাৎ ইনিশিয়াল পাবলিক অফার। কর্পোরেট সংস্থা বাজারে প্রথমবার পা রাখে আইপিও-র মাধ্যমে ক্যাপিটাল তুলে। নতুন টাকা তোলার প্রয়াস এই বছরে যা দেখা গিয়েছে, তা এই শতকের সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাইভেট সেক্টরের এক বড় অংশ ক্যাপেক্স (Capital Expenditure) এরই হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। আলোচনা বিশদে করার আগে একটি পরিসংখ্যান : ২৭,০০০ কোটি টাকার বেশি তোলা হয়েছে এখনও পর্যন্ত, এবং এই সংখ্যার প্রায় অর্ধেক এসেছে ফ্রেশ ইস্যুর খাতিরে। বোঝাই যাচ্ছে, বিপুল অর্থ লগ্নি করার অপেক্ষায়, অথবা ইতিমধ্যে করে নেওয়া হয়েই গিয়েছে। হয় ক্যাপিটাল অ্যাসেট গঠন করার জন্য নয় পুরনো লোন শোধ দেওয়ার জন্য, অনেক সংস্থাই আগ্রহী হয়েছে। তাই ‘ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’ আরও এক কদম এগিয়ে যাবে বলে লগ্নিকারীদের বিশ্বাস।

অনেক ধরনের সেক্টর থেকে আইপিওর মাধ্যমে (বাজারের দিকে চোখ রাখেন যাঁরা, তাঁরা এই বিষয়ে খুব আশাবাদী) টাকা উঠেছে। নতুন শ্রেণীর সার্ভিস সেক্টর প্লেয়ার থেকে আরম্ভ করে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গোত্রের সংস্থা, একাধিক ছোট-বড় নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন প্রাইমারি মার্কেটের বিনিয়োগকারী। সম্প্রতি যে ইস্যুগুলি বাজারে এসেছে, সেই তালিকায় আছে :

- JSW INFRASTRUCTURE,
- ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES
- SAMHI HOTELS
- YATRA ONLINE
- SIGNATURE GLOBAL

এছাড়াও, সেবির প্রকাশিত তালিকায় বেশ কিছু সংস্থার আইপিও-সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে।

সঙ্গের চার্ট দেখলে সেগুলির বৈচিত্র্য বোঝা যাবে।

বিঃদ্রঃ- সূত্র : সেবি

Kahan Packaging	Kundan Edifice	Cellcor Gadgets
Entero Heathcare	Asarfi Hospital	Arkade Developers
Oriana Power	CPS Shapers	Stanley Lifestyles

ড্রাফট রেড হেরিং প্রসপেক্টাস উল্লেখ্য কেবল সেপ্টেম্বর মাসের ঘোষণাগুলি থেকে বাছাই করা (পক্ষপাতহীন ভাবে)

বাজারে সক্রিয় যাঁরা, তাঁদের মতে আগামিদিনে বেশ কিছু ছোট-মাঝারি মাপের কোম্পানি প্রাইমারি মার্কেটে পা রাখতে পারে। বিনিয়োগকারীরা যেন বেছে বেছে লগ্নি করেন, কারণ সমস্ত ধরনের আইপিও লগ্নিযোগ্য না-ও হতে পারে। প্রোমোটারদের ‘ট্র্যাক রেকর্ড’ দেখে, ইস্যুর দাম (এবং প্রিমিয়াম, বিশেষ করে) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে।

এই নিয়ে আমরা বিভিন্ন স্টক ব্রোকিং সংস্থার ‘অ্যাডভাইসরি’ পরীক্ষা করে দেখেছি। অনেকেই জানাচ্ছেন ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে। প্রাইমারি মার্কেটে ইস্যুর দাম যথার্থ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, এখানে ব্রোকিং কোম্পানি **মোতিলাল অসওয়াল** কী বলছে এই প্রসঙ্গে। ইনভেস্টরদের উদ্দেশ্য জানানো হচ্ছে :

আতশ কাঁচের নিচে

- সব আইপিওতে লগ্নির কথা ভাববেন না, বাছাই করতে হবে। প্রতি বার লগ্নি করেই গোড়াতে দাঁও মারার চিন্তাও দূর করা দরকার। সব কটি’র জন্যই উত্তেজিত হয়ে লগ্নির সিদ্ধান্ত ক্ষতি করতে পারে।
- সংস্থার আর্থিক অবস্থা দেখুন। তথ্যসমূহ পাবেন ইস্যু ডকুমেন্টে, যা দাখিল করা হয়েছে নিয়ন্ত্রকের কাছে।
- প্রমোটার কে? সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির ক্ষেত্রে কোন কর্পোরেট গ্রুপ প্রমোটার হিসাবে উপস্থিত? তাঁদের পুরনো কোনও ইস্যু কি ইতিমধ্যেই বাজারে আছে? শেয়ারহোল্ডারদের কি যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে সেখানে?
- এখনকার মার্কেটের গতিপ্রকৃতি কেমন? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একান্ত জরুরি। যদি ‘বুলিশ’ অবস্থা থাকে, তাহলে ইস্যুটি ভালই করতে পারে। অবশ্য এই বিষয়ে কখনই কোনও ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। যদি মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শেয়ারটি ধরে রাখার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে লগ্নিকারীর চিন্তা এক রকম হবে—তবে যদি একেবারেই তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে চান তিনি, তাঁর চিন্তাধারা অন্যরকম হতে বাধ্য। ‘লিস্টিং গেনস’-এর পেছনে অনেকেই দৌড়ান, তবে সেই ধরনের চটজলদি প্রফিটের জন্য লালায়িত না হওয়াই উচিত বলে বাজারের এক বড় অংশ মনে করেন। বহুবার তুলনায় অনামী সংস্থার আইপিও-তে লগ্নি করে লাভবান হয়েছেন ধৈর্য্যশীল ইনভেস্টর। আজকের বৃহৎ কোম্পানি, যার শেয়ার প্রবলভাবে জনপ্রিয়, একদিন ছোট প্লেয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এমনও দেখা গিয়েছে।

লেখক লগ্নি পরামর্শদাতা
nildey@yahoo.com

আইপিও কেনার সময় যা দেখবেন

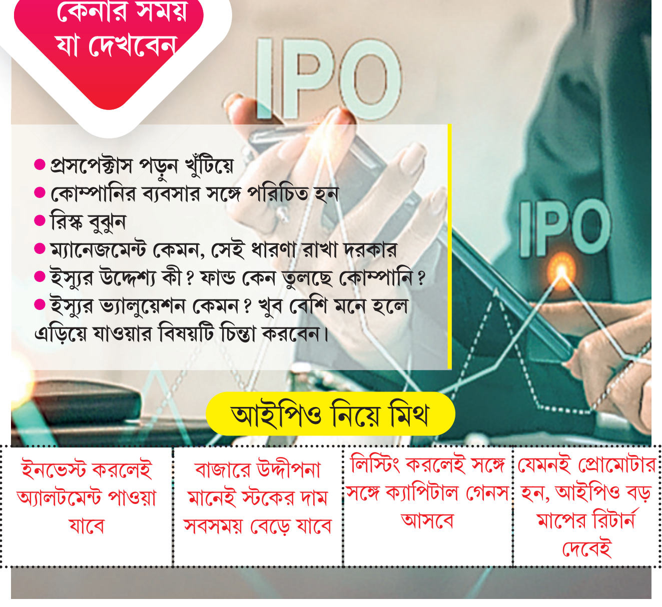

- প্রসপেক্টাস পড়ুন খুঁটিয়ে
- কোম্পানির ব্যবসার সঙ্গে পরিচিত হন
- রিস্ক বুঝুন
- ম্যানেজমেন্ট কেমন, সেই ধারণা রাখা দরকার
- ইস্যুর উদ্দেশ্য কী? ফান্ড কেন তুলছে কোম্পানি?
- ইস্যুর ভ্যালুয়েশন কেমন? খুব বেশি মনে হলে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি চিন্তা করবেন।

আইপিও নিয়ে মিথ

ইনভেস্ট করলেই অ্যালটমেন্ট পাওয়া যাবে	বাজারে উদ্দীপনা মানেই স্টকের দাম সবসময় বেড়ে যাবে	লিস্টিং করলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটাল গেনস আসবে	যেমনই প্রোমোটার হন, আইপিও বড় মাপের রিটার্ন দেবেই

ট্যাক্স-প্ল্যানিংয়ে এগিয়ে ইএলএসএস

ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম

BLACK বোর্ড

কর-দান নিয়ে চিন্তিত? কীভাবে এগোবেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আপনার ত্রাতা হতে পারে ইএলএসএস অর্থাৎ ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম। বিশদে জানাল **টিম সঞ্চয়**

অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪ ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে, ‘হাফ-ইয়ারলি মার্ক’ নামক অদৃশ্য রেখা অতিক্রম করেছে। যাঁরা ট্যাক্স প্ল্যানিং করায় আগ্রহী, তাঁরা পরিকল্পিত উপায়ে কীভাবে অগ্রসর হবেন, তা ভেবে নিয়েছেন। এবারেও ELSS অথবা ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম, যা প্রধানত ‘ট্যাক্স প্ল্যানিং ফান্ড’ হিসাবে পরিচিত, দৌড়ে এগিয়ে আছে। অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় যে ইএলএসএস বেশি সুবিধাযুক্ত, সে বিষয়ে **‘সঞ্চয়’**-এর পাঠকরা আগেই জানেন। আজ এই নিয়েই আমাদের আলোচনা।

প্রথমে কয়েকটি জরুরি পয়েন্ট :

- যে কোনও ডাইভারসিফায়েড ইক্যুইটি ফান্ডের মতোই ELSS -এর গঠন। সেভাবেই পরিচালিত হয়ে থাকে।
- বছরে যে কোনও সময়, ইনভেস্টমেন্ট করা সম্ভব। এককালীন অথবা সিপ, লগ্নি দু-ভাবেই হতে পারে।
- তিন বছরের জন্য লক-ইন থাকবে আপনার বিনিয়োগ। মানে নভেম্বর ২০২৩-এ লগ্নি করলে, আপনার ইউনিটগুলি নভেম্বর ২০২৬-এর আগে বিক্রি করতে পারবেন না। এই পিরিয়ডে অন্য ফান্ডে সুইচ করাও সম্ভব নয়।
- তিন বছর বাদে, আপনি রিডিম করতে পারলেও, বিক্রি না করার সিদ্ধান্তও (প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি বুঝে) নিতে পারেন। অর্থাৎ ৩৬ মাস বাদেও ফান্ডটি আপনার জন্য আরও গ্রোথ এনে দিতে পারবে।

বাজারে বেশ কিছু ELSS পাওয়া যায়, এগুলির একাংশ ভাল রিটার্ন আনতে পেরেছে গত কয়েক বছরে। জায়গার অভাবে আলাদা নাম করা গেল না, তবে একান্ত পক্ষপাতহীনভাবে যে ফান্ডটি উদাহরণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে সেটি **Parag Parikh Tax Saver Fund** (PPTSF)। সম্প্রতি হাতে পাওয়া ফ্যাক্টশিট থেকে বাছাই করা কয়েকটি তথ্য।

- ফান্ড ম্যানেজার জানাচ্ছেন মোট অ্যাসেটের ৮০% (অন্তত্পক্ষে) ভারতীয় ইক্যুইটিতেই লগ্নি করা হবে।

ট্যাক্স-জনিত সুবিধা

ইএলএসএস কেন বেছেন নেবেন লগ্নিকারী? ক্যাপিটাল অ্যাপ্রেসিয়েশন এবং আয়কর সংক্রান্ত সুবিধা এই শ্রেণীর ফান্ডে একত্রে পাবেন তিনি। এই সুবিধাই এখানে মূল আকর্ষণ হিসাবে গণ্য। ইনকাম ট্যাক্স আইনের যে ধারা এখানে প্রযোজ্য সেটি 80C। দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত তার সীমা হলেও, যে কোনও ইনভেস্টর তার বেশিও লগ্নি করতে পারেন। অর্থাৎ লগ্নির উচ্চতম সীমা না থাকলেও, ট্যাক্সের সুবিধা ওই ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

- কোনও মার্কেট ক্যাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না নিজেকে, তিনি আরও জানাচ্ছেন। লার্জ, মিড এবং স্মল-ক্যাপ, সবই তাঁর লক্ষ্য হতে পারে। কোনও বিশেষ সেক্টরের প্রতি ‘বায়াস’ আলাদাভাবে থাকবে না।
- পরাগ পারিখ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার মতে, কেবলমাত্র ৮০ সি-র কথা ভেবেই এমন ট্যাক্স-সেভিংস স্কিমে যেন না লগ্নি করা হয়। ক্যাপিটাল গ্রোথের সম্ভাবনাও এক বড় আকর্ষণ, তাই এই সেকশনের লিমিট অতিক্রম করলেও লগ্নি থেকে পিছপা যেন না হন সাধারণ ইনভেস্টর। অবশ্য কোনও ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, এ কথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই শেষ পয়েন্ট প্রসঙ্গে দুটি জরুরি বক্তব্য আছে সংস্থার। এক, যদি পাঁচ বছর বা তার বেশি ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন থাকে, তাহলে এমন ফান্ড সত্যিই উপযোগী। ভাল লাভবান হতে পারেন লগ্নিকারী যদি মার্কেট তাঁর অনুকূলে থাকে।

দুই, তিন বছরের কম্পালসরি লক-ইন থাকে, তাই এই সময়ের মধ্যে চাইলেও নিজের ইউনিট বিক্রি করতে পারবেন না বিনিয়োগকারী। এই তিন বছরের মধ্যে কিন্তু ন্যাভের (NAV) বড় পরিবর্তন হতে পারে, তাতে বিচলিত হলে চলবে না। ভ্যালুয়েশন প্রচুর বেড়ে গেলেও রিডেম্পশনের উপর বাধা-নিষেধ থাকবে। অবশ্য তিন বছরের পর টাকা তোলাই যেতে পারে। বাজার যদি সাহায্য করে তাহলে সুবিধা ভোগ করবেন সাশ্রয়ী ইনভেস্টর।

পোর্টফোলিও কীভাবে গঠিত হতে পারে ELSS-এর?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে—বেশির ভাগ ফান্ড ম্যানেজার চান ডাইভারসিফাই করতে, কোনও নির্দিষ্ট মার্কেট ক্যাপের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখতে চান না তিনি। কোনও পক্ষপাত না দেখিয়ে আজ **UTI Long Term Equity Fund**-এর উদাহরণ আনছি পাঠকের সামনে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯-এ আসা ফান্ডটি প্রায় ১২% রিটার্ন আনতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গের চার্টে চোখ রাখুন।

Portfolio (প্রথম ১০টি স্টক)

স্টক	অ্যালোকেশন (%)
1. HDFC	8.38
2. ICICI	8.16
3. Infosys	5.70
4. Axis	4.33
5. Bharti	3.55
6. Maruti	2.67
7. Bajaj Fin	2.64
8. IndusInd	2.57
9. Chola Investment	2.35
10. Godrej Consumer	2.29

বিঃ দ্রঃ : সাম্প্রতিক ফ্যাক্টশিটের ভিত্তিতে

সিপ রিটার্ন

সময়	Investment (Rs)	Fund Value (Rs)
এক বছর	1,20,000	1,31,440
তিন বছর	3,60,000	4,41,314
পাঁচ বছর	6,00,000	8,87,972

বিঃ দ্রঃ - প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা লগ্নি করা হয়েছে মাসের প্রথম দিনে। কোনও লোড ধরা হয়নি।

শিশুদের জন্য আদর্শ ফান্ড কোনটি?

সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে...

শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করতে চান? সেরা ফান্ডের খোঁজ দরকার? উত্তর হতে পারে এসবিআই-এর ম্যাগনাম চিলড্রেনস বেনিফিট ফান্ড এবং ইউটিআই চিলড্রেনস কেরিয়ার ফান্ড। দু’টি ফান্ড নিয়েই তথ্য সংকলন করল টিম সঞ্চয়

‘সঞ্চয়’-এর তরফ থেকে আমরা ‘ইনভেস্টিং ফর চিলড্রেন’ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন আগে প্রকাশ করেছি। সেখানে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ফান্ডে লগ্নি করার কথা ছিল। আজ তার রেশ ধরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রোমোট করা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার নির্দিষ্ট একটি ফান্ডের কথা বলছি। এই আলোচনার মূল বিষয় ফান্ডটির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স।

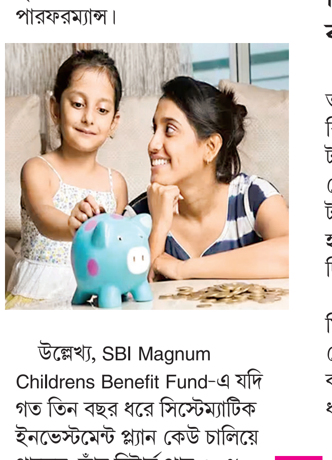

উল্লেখ্য, SBI Magnum Childrens Benefit Fund-এ যদি গত তিন বছর ধরে সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান কেউ চালিয়ে থাকেন, তাঁর রিটার্ন প্রায় ৩০% বা তার কাছাকাছি। এখানে কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথের কথাই বলা হচ্ছে। এই CAGR যথেষ্ট ইতিবাচক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যদি এই সময়ের মধ্যে সেনসেক্সের পারফরম্যান্সের সঙ্গে তুলনা করেন। ঘটনাচক্রে, তিন বছরে ইনডেক্স এগিয়েছে আন্দাজ ১৪%। তার মানে, যদি কোনও বিনিয়োগকারী প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা লগ্নি করে থাকেন, তাহলে তাঁর মোট বিনিয়োগ (অর্থাৎ ৩,৬০,০০০ টাকা) বেড়ে প্রায় ৫,৪১,০০০ টাকা হয়েছে। আর একই সময় সেনসেক্স দিয়েছে ৪,৩৭,০০০ টাকা।

এই তথ্য অনুযায়ী এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের এই প্রোডাক্টটি বেশ ভাল ফল করেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন ফান্ড কর্তৃপক্ষ।

এক নজরে

- ওপেন-এন্ড ফান্ড। উদ্দেশ্য, ক্যাপিটাল গেনস এনে দেওয়ার চেষ্টা করা।
- মূলত ইক্যুইটিতে লগ্নি করা হয়ে থাকে। কোনও ধরনের সেক্টরের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত নেই।
- পাঁচ বছরের জন্য লক-ইন আছে। অথবা বাচ্চাটির প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই দু’টির যেটি আগে হবে, সেটিই গণ্য করা হবে।
- আগস্ট মাসের শেষে অ্যাসেট ছিল ১১৮২ কোটি টাকা। প্রায় তিরিশটি কোম্পানির স্টকে লগ্নি করা হয়েছিল।
- প্রথম পাঁচটি বড় সেক্টর : ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, কেমিক্যালস, এফএমসিজি, ইনফোটেক, কনজিউমার ডিউরেবলস।

সঞ্চয়-এর বক্তব্য : এখানে সংশ্লিষ্ট ফান্ডের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের তথ্য দেওয়া হয়েছে। বাবা-মা বা অন্য গুরুজন, যিনি লগ্নি করবেন, যেন পুরোদস্তুর পরীক্ষা করে নেন। বাচ্চার শিক্ষা বা অন্য প্রয়োজনের কথা ভেবে বড় কর্পাস গঠনের কথা ভাবতে পারেন তাঁরা। এছাড়াও বলে রাখা উচিত যে, বাজারে একাধিক ফান্ড আছে যা দিয়ে বাচ্চাদের জন্য সেভিংস করা সম্ভব। তাই লগ্নিকারীদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এই জাতীয় সব কটি ফান্ডের কথাই। সঙ্গের বক্সে আমরা (বিনা পক্ষপাতে) ইউটিআই চিলড্রেন্স কেরিয়ার ফান্ডের কথা জানাচ্ছি।

UTI Children’s Career Fund-Investment Plan

এখানেও দীর্ঘমেয়াদের জন্য সেভিংসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্কিমের শর্ত অনুযায়ী পাঁচ বছরের লক-ইন থাকবে প্রথমবার অ্যালটমেন্টের তারিখ থেকে আরম্ভ করে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে এই নিয়ম শিথিল করা হবে। এই ফান্ডের ক্ষেত্রে Nifty 500 বেঞ্চমার্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সঙ্গের চার্টের প্রতি নজর দিন। কিছু পরিসংখ্যান পাবেন।

পিরিয়ড	Nifty 500 (%)	Nifty 50 (%)	NAV বেড়েছে (Rs)
এক বছর	17.35	16.28	11,216
তিন বছর	24.91	22.71	17,985
পাঁচ বছর	13.29	13.02	16,390
শুরু থেকে	10.42	10.34	54,480

এখানে ১০,০০০ টাকা বেড়ে কত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন ইউটিআই কর্তৃপক্ষ। বাচ্চাদের বাবা-মা’র জেনে রাখা উচিত, এখানে ন্যূনতম লগ্নির পরিমাণ ১,০০০ টাকা হতে পারে। কোনও এক্সিট লোডের শর্ত নেই। এবং অবশ্যই কোনও ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। এখানেও ফান্ড ম্যানেজার অ্যাসেট নানা ধরনের সেক্টরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লগ্নি করেছেন।

সংক্ষেপে

মেডিক্যাল ইনফ্লেশন নিয়ে সজাগ করল আইসিআইসিআই

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ বৃদ্ধির বিষয়ে আরও একবার গ্রাহকদের সজাগ করে দিলেন আইসিআইসিআই কর্তৃপক্ষ। বিমা সংস্থার তরফ থেকে এক বার্তায় জানানো হয়েছে যে, ২০২৩ সালে ভারতবর্ষের মেডিক্যাল ইনফ্লেশনের হার ১৪%। সেখানে সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স-এর ভিত্তিতে) আন্দাজ ৬%। একইসঙ্গে ‘অ্যাভারেজ ক্লেম’ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ২০১৮ সালে যা ছিল আনুমানিক ২৫,০০০ টাকা, তাই-ই এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৬৪,০০০ টাকায়। এর অর্থ মেডিক্যাল ইনফ্লেশন বেশ অনেকটাই বেড়েছে, যা সাধারণ রোগীদের পক্ষে খুব অসুবিধার সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, স্বাস্থ্য বিমার কভারেজ পাওয়া জরুরি হিসাবে গণ্য করা উচিত যথাসম্ভব আগে থেকে। ওপিডি-সংক্রান্ত খরচ (এবং তার সঙ্গে ডায়াগনস্টিক এবং ফার্মেসির খরচও বটে) ছাড়াও কভারেজ যেন ‘প্রি-এক্সিসটিং ডিজিজ’ সম্বন্ধে গ্রাহককে সুরক্ষা দিতে পারে। এছাড়া ‘নো ক্লেম বোনাস’ও যেন (অনুমতিসাপেক্ষ, প্রতি ক্লেম-ফ্রি বছরের জন্য) দেওয়া হয়। বিমার আওতায় ‘ক্যাপিং’ সংক্রান্ত শর্তাবলী ভাল করে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সংস্থার পরিচালকরা। ঘটনাক্রমে, ইদানীং অনলাইন মাধ্যম বিমা কেনার বিষয়ে অনেক নতুন গ্রাহক আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। স্বাস্থ্য বিমাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়।